সরকারী আদেশনামা সংক্রান্ত ঃ

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প - ২০০৮

'West Bengal Health Scheme.2008' - সরকারী আদেশনামার একটি সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা শাখা'র উদ্যোগে — সকলের অবগতির জন্য এখানে তা পুনঃমুদ্রিত হ'ল -- শেষে এই আদেশনামার একটি সংশোধনী ও (নং ৬৭২২-এফ, তাং ৯.৭.০৯) ছাপিয়ে দেওয়া হ'ল। - পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

WEST BENGAL HEALTH SCHEME,2008

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প-২০০৮

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের আরো উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গতবছর ৭২৮৭-এফ তারিখ ১৯.০৯.০৮ এর নোটিফিকেশন-এর মাধ্যমে "The West Bengal Health Scheme,2008" সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। এই বছরে ৩৪৭২-এফ তারিখ ১১.০৫.০৯ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় এই প্রকল্প ১লা জুন ২০০৯ থেকে কার্যকরী হবে। পরবর্তীতে ৩৪৭৩-এফ তারিখ ১১.০৫.০৯ নোটিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে নথিভুক্ত বেসরকারী হাসপাতাল ও ডায়গোনেস্টিক সেন্টারগুলির তালিকা এবং বিভিন্ন চিকিৎসা ও টেস্টের জন্য অনুমোদিত খরচ-এর তালিকা প্রকাশ করা হয়। অর্থ দপ্তর থেকে প্রকাশিত মেমোতে (মেমো নং ৩৪৭৪-এফ তারিখ ১১.০৫.০৯) এই প্রকল্প কিভাবে কার্যকরী হবে সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলী/নির্দেশাবলী দেওয়া হয় এবং ৩৪৭৫-এফ তারিখ ১১.০৫.০৯ আদেশনামার মাধ্যমে এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা পেনশনভোগী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ও পেনশনভোগীরা 'West Bengal Services (Medical Attendance) Rules,1964' অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারী হাসপাতালে যে সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন সেটাও পাশাপাশি বলবৎ থাকবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প-২০০৮ রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ও পেনশনভোগীদের কাছে একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক সুবিধা।

কি রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে?

কোনো সরকারী কর্মচারী বা পেনশনভোগী এই স্বাস্থ্য প্রকল্পে নিজের নাম নথিভুক্ত করালে তিনি এবং তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য/সদস্যারা Health Card দেখিয়ে

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো সরকারী হাসপাতালে কিংবা কর্পোরেশন/মিউনিসিপালিটি বা অন্যান্য কোনো স্বায়ত্বশাসনাধীন হাসপাতালে বা নিম্নোক্ত ১৩টি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করালে চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সরকারী নির্ধারিত মূল্যে দপ্তর থেকে ফেরত পাবেন। এখানে উল্লেখ্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে নথিভুক্ত হাসপাতাল/নার্সিংহোম/ডায়গোনেষ্টিক সেন্টারগুলির সাথে এই মর্মে চুক্তি হয়েছে যে তারা বিজ্ঞপ্তি নং ৩৪৭৩-এফ তারিখ ১১.০৫.০৯ এর নির্ধারিত মূল্য তালিকা Annexure-B অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য চার্জ করবেন।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ১৩টি হাসপাতাল

১।	রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান	শরৎ বোস রোড, কলকাতা
২।	ইসলামিয়া হাসপাতাল	কলকাতা
৩।	মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটি হাসপাতাল	কলকাতা
৪।	ইনষ্টিটিউট অফ চাইল্ড কেয়ার	কলকাতা
৫।	বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতাল	বেহালা, কলকাতা
৬।	চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল	কলকাতা
৭।	রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবন	শ্রীমোহন লেন, কলকাতা
৮।	ডাঃ এম. এন. চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল আই হাসপাতাল	কলকাতা
৯।	রামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং বি. সি. রায় শিশু সদন	আরিয়াদহ, উঃ ২৪ পরগণা
১০।	জে. এন. রায় শিশু সেবা ভবন	কলকাতা
১১।	চ্যারিটি হাসপাতাল	কালিমপঙ, দার্জিলিং
১২।	কালিমপঙ লেপ্রসি হাসপাতাল	কালিমপঙ
১৩।	শ্রী বলরাম সেবা মন্দির	খড়দহ, উঃ ২৪ পরগণা

List of Class - I, II & III Service Provider

১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১৭টি বেসরকারী হাসপাতাল / নার্সিংহোম এর তালিকা

ক) ক্লাস ওয়ান (Class-I) সার্ভিস প্রোভাইডার

১।	পি. এন. মেমোরিয়াল এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার	কসবা, কলকাতা
২।	দি ক্যালকাটা মেডিকাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট	ডাঃ হাঃ রোড, কলকাতা
৩।	নাইটেংগেল হাসপাতাল	সেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা
৪।	অ্যাপেলো গ্রেনজেইলস হাসপাতাল	ক্যানেল সারকুলার রোড, কলকাতা
৫।	অ্যাডভান্সড্ মেডিকেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট	গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা
৬।	মালদা নার্সিংহোম	মালদা

৭।	বি. এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার	কলকাতা
৮।	আর. এন. টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্স	মুকুন্দপুর, কলকাতা
৯।	মেডিকা ই. এন. টি. ইনষ্টিটিউট	মুকুন্দপুর, কলকাতা
১০।	মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক	শিলিগুড়ি
১১।	রুবি জেনারেল হাসপাতাল	ই. এম. বাইপাস, কলকাতা

খ) ক্লাস টু (Class-II) সার্ভিস প্রোভাইডার

১।	সিলভার লাইন আই হাসপাতাল	গ্রিল আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা
২।	আই কেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার	বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলকাতা
৩।	কেয়ার এ্যান্ড কিয়োর হাসপাতাল	বারাসাত, কলকাতা
৪।	কল্যাণী জেনারেল হাসপাতাল	বর্ধমান
৫।	বাঁকুড়া সেবা নিকেতন	জেল রোড, বাঁকুড়া

গ) ক্লাস থ্রি (Class-III) সার্ভিস প্রোভাইডার

১।	সানরাইজ নার্সিংহোম প্রাঃ লিমিটেড	শিলিগুড়ি

এখানে উল্লেখিত চুক্তি অনুসারে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর সেবা প্রদানকারী উপরিউক্ত নথিভুক্ত সংস্থাগুলি সরকার নির্ধারিত মূল্যের যথাক্রমে ১০০%, ৮০% এবং ৭০% চার্জ করবে।

যদি এই রাজ্যের কোনো সরকারী বা নথিভুক্ত বেসরকারী হাসপাতাল মনে করে যে রোগীর রাজ্যের বাইরে কোনো বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন তাহলে এই মতামতের ভিত্তিতে কর্মচারী/পেনশনভোগী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবকে আবেদন করে তাঁর সম্মতির সাপেক্ষে রাজ্যের বাইরের নিম্নলিখিত ৮টি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে চিকিৎসা খরচ ফেরত পাবেন। এছাড়া রুগীসহ একজনের যাতায়াতের খরচ পাওয়া যাবে।

রাজ্যের বাইরে নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠান

১।	অল ইন্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স	নিউ দিল্লী
২।	পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইনষ্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ	চন্ডিগড়
৩।	টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল	মুম্বাই
৪।	নিমহ্যানস	ব্যাঙ্গালোর
৫।	সি. এম. সি. এস.	ভেলোর

৭।	বি. এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার	কলকাতা
৮।	আর. এন. টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্স	মুকুন্দপুর, কলকাতা
৯।	মেডিকা ই. এন. টি. ইনষ্টিটিউট	মুকুন্দপুর, কলকাতা
১০।	মেডিকা নর্থ বেঙ্গল ক্লিনিক	শিলিগুড়ি
১১।	রুবি জেনারেল হাসপাতাল	ই. এম. বাইপাস, কলকাতা

খ) ক্লাস টু (Class-II) সার্ভিস প্রোভাইডার

১।	সিলভার লাইন আই হাসপাতাল	প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা
২।	আই কেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার	বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলকাতা
৩।	কেয়ার এ্যান্ড কিয়োর হাসপাতাল	বারাসাত, কলকাতা
৪।	কল্যাণী জেনারেল হাসপাতাল	বর্ধমান
৫।	বাঁকুড়া সেবা নিকেতন	জেল রোড, বাঁকুড়া

গ) ক্লাস থ্রি (Class-III) সার্ভিস প্রোভাইডার

১।	সানরাইজ নার্সিংহোম প্রাঃ লিমিটেড	শিলিগুড়ি

এখানে উল্লেখিত চুক্তি অনুসারে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর সেবা প্রদানকারী উপরিউক্ত নথিভুক্ত সংস্থাগুলি সরকার নির্ধারিত মূল্যের যথাক্রমে ১০০%, ৮০% এবং ৭০% চার্জ করবে।

যদি এই রাজ্যের কোনো সরকারী বা নথিভুক্ত বেসরকারী হাসপাতাল মনে করে যে রোগীর রাজ্যের বাইরে কোনো বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন তাহলে এই মতামতের ভিত্তিতে কর্মচারী/পেনশনভোগী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবকে আবেদন করে তাঁর সম্মতির সাপেক্ষে রাজ্যের বাইরের নিম্নলিখিত ৮টি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে চিকিৎসা খরচ ফেরত পাবেন। এছাড়া রুগীসহ একজনের যাতায়াতের খরচ পাওয়া যাবে।

রাজ্যের বাইরে নথিভুক্ত প্রতিষ্ঠান

১।	অল ইন্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স	নিউ দিল্লী
২।	পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইনষ্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ	চন্ডিগড়
৩।	টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল	মুম্বাই
৪।	নিমহ্যানস	ব্যাঙ্গালোর
৫।	সি. এম. সি. এস.	ভেলোর

৬।	অ্যাপোলো হাসপাতাল	চেন্নাই
৭।	শংকর নেত্রালয়	চেন্নাই
৮।	এল. ডি. প্রসাদ আই হাসপাতাল	হায়দ্রাবাদ

বহির্বিভাগে চিকিৎসা

নিম্নোক্ত অসুখগুলির ক্ষেত্রে সরকারী বা নথিভুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহির্বিভাগে চিকিৎসা করালেও ওষুধের দামসহ অন্যান্য খরচ পাওয়া যাবে।

১। যে কোনো মারণ ব্যাধি
২। টি. বি.
৩। হেপাটাইটিস-বি / সি বা লিভার সংক্রান্ত রোগ
৪। ইনসুলিন নির্ভর ডাইবেটিস
৫। হার্টের রোগ
৬। নিউরোলজিক্যাল / কার্ডিওভাসকুলার ডিসঅর্ডার
৭। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া
৮। রেনাল ফেলিওর
৯। থ্যালাসেমিয়া বা এই সংক্রান্ত রক্তজনিত রোগ
১০। দুর্ঘটনায় প্রাপ্ত আঘাত

মেয়াদকাল :

কোনো সরকারী হাসপাতালে বা বেসরকারী নথিভুক্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের ১ (এক) মাস এবং ডিসচার্জ হওয়ার পরের ১ (এক) মাস ঐ হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখানোর সময়ের ওষুধ, টেস্ট, টিকিট, চেক-আপ ইত্যাদি বাবদ খরচ ফেরৎযোগ্য।

সরকার নির্ধারিত রেট অনুযায়ী যে কোনো নথিভুক্ত হাসপাতালে প্যাকেজ ভিত্তিক চিকিৎসা খরচ ফেরৎযোগ্য। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, চিকিৎসার জন্য শরীরে স্থাপনযোগ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির (যেমন পেসমেকার, স্টেন প্রভৃতি) প্রকৃত মূল্য সম্পূর্ণ ফেরৎযোগ্য অর্থাৎ অপারেশনের জন্য প্যাকেজ + শরীরে স্থাপনযোগ্য যন্ত্রাদির ক্রয়মূল্য পুরোটাই ফেরৎ পাওয়া যাবে। তবে নথিভুক্ত হাসপাতাল / ডায়গোনেষ্টিক সেন্টার ব্যতীত অন্য কোথাও চিকিৎসা/রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা করালে কোনো খরচের অর্থ ফেরৎ পাওয়া যাবে না।

কর্মচারী বা পেন্শনভোগীর উপর নির্ভরশীল কারা এই সুবিধা পাবেন?

কর্মচারীর/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর (১) ছেলে ২৫ বছর বয়স বা উপার্জনক্ষম হওয়া যেটি আগে হবে সেই পর্যন্ত / অবিবাহিত মেয়ে উপার্জনক্ষম (১৫০০ টাকার বেশী) না হওয়া পর্যন্ত।

কর্মচারীর সাথে সাধারণভাবে বসবাসকারী (২) নাবালক ভাই, (৩) নাবালক বোন, (৪) বাবা, মা (যদি তাদের মাসিক আয় ১৫০০ টাকার বেশী না হয়) এবং (৫) স্বামী বা স্ত্রী। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যদি বাবা, মা কর্মচারীর পরিবারের অন্য সদস্যর সাথে অন্য স্থানে বসবাস করেন তারা। এছাড়া দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলের ক্ষেত্রে আজীবন এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

প্রতিবছর শুরুতে বাবা/মা'র আয় সংক্রান্ত বিবৃতি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে দিতে হবে এবং নিয়মানুসারে পরিবারের কোনো সদস্য এই সুবিধার আওতার বাইরে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা দপ্তর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে, তা না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে সত্য গোপনের কারণে WBS (C.C.A.) Rules,1971 অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে।

কে কি ধরনের সুবিধা পাবেন?

বেসিক পে (ব্যান্ড পে + গ্রেড পে) নথিভুক্ত হাসপাতাল/নার্সিংহোম-এ বেড-এর ধরন

১।	১৮,০০০ টাকার কম	জেনারেল বেড
২।	১৮,০০০ টাকার বেশী ২৭,০০০ টাকার কম	সেমি প্রাইভেট ওয়ার্ড
৩।	২৭,০০০ টাকার বেশী	প্রাইভেট ওয়ার্ড

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে :

বেসিক পেনশন

১।	৯,০০০ টাকার কম	জেনারেল বেড
২।	৯,০০০ টাকার বেশী ১৩,৫০০ টাকার কম	সেমি প্রাইভেট ওয়ার্ড
৩।	১৩,৫০০ টাকার বেশী	প্রাইভেট ওয়ার্ড

এই প্রকল্পে নাম কিভাবে নথিভুক্ত করাবেন?

এই স্বাস্থ্য প্রকল্পে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়। কোনো কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আবেদন না করলে তিনি The West Bengal Service (Medical Attendance) Rule,1964 অনুযায়ী সরকারী হাসপাতালে যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন তা অব্যাহত থাকবে।

এই প্রকল্পে আসতে হলে কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে যথাক্রমে Form-A / Form-I এ HEAD OF OFFICE / PENSION SANCTIONING AUTHORITY -এর কাছে দু কপি অপশন জমা দিতে হবে। তিনি যে মাসে অপশন দেবেন তার পরের মাসের প্রথম দিন থেকে এই সুযোগ সুবিধা কার্যকরী হবে। এই মর্মে হেড

কর্মচারীর সাথে সাধারণভাবে বসবাসকারী (২) নাবালক ভাই, (৩) নাবালক বোন, (৪) বাবা, মা (যদি তাদের মাসিক আয় ১৫০০ টাকার বেশী না হয়) এবং (৫) স্বামী বা স্ত্রী। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যদি বাবা, মা কর্মচারীর পরিবারের অন্য সদস্যর সাথে অন্য স্থানে বসবাস করেন তারা। এছাড়া দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলের ক্ষেত্রে আজীবন এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

প্রতিবছর শুরুতে বাবা/মা'র আয় সংক্রান্ত বিবৃতি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে দিতে হবে এবং নিয়মানুসারে পরিবারের কোনো সদস্য এই সুবিধার আওতার বাইরে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা দপ্তর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে, তা না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে সত্য গোপনের কারণে WBS (C.C.A.) Rules,1971 অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে।

কে কি ধরনের সুবিধা পাবেন?

বেসিক পে (ব্যান্ড পে + গ্রেড পে) নথিভূক্ত হাসপাতাল/নার্সিংহোম-এ বেড-এর ধরন

১।	১৮,০০০ টাকার কম	জেনারেল বেড
২।	১৮,০০০ টাকার বেশী ২৭,০০০ টাকার কম	সেমি প্রাইভেট ওয়ার্ড
৩।	২৭,০০০ টাকার বেশী	প্রাইভেট ওয়ার্ড

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে :

বেসিক পেনশন

১।	৯,০০০ টাকার কম	জেনারেল বেড
২।	৯,০০০ টাকার বেশী ১৩,৫০০ টাকার কম	সেমি প্রাইভেট ওয়ার্ড
৩।	১৩,৫০০ টাকার বেশী	প্রাইভেট ওয়ার্ড

এই প্রকল্পে নাম কিভাবে নথিভুক্ত করাবেন?

এই স্বাস্থ্য প্রকল্পে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়। কোনো কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আবেদন না করলে তিনি The West Bengal Service (Medical Attendance) Rule,1964 অনুযায়ী সরকারী হাসপাতালে যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন তা অব্যাহত থাকবে।

এই প্রকল্পে আসতে হলে কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে যথাক্রমে Form-A / Form-I এ HEAD OF OFFICE / PENSION SANCTIONING AUTHORITY -এর কাছে দু কপি অপশন জমা দিতে হবে। তিনি যে মাসে অপশন দেবেন তার পরের মাসের প্রথম দিন থেকে এই সুযোগ সুবিধা কার্যকরী হবে। এই মর্মে হেড

অফিস/কনট্রলিং অফিস থেকে তাকে Form-B/Form-IIতে একটি Certificate of Enrolment দেওয়া হবে। অপশন (Form-A/Form-I) এর এক কপি প্রশাসন বিভাগ থেকে D.D.O./Treasury Officer -কে দেওয়া হবে এই নির্দেশ দিয়ে যে পরের মাস থেকে যেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মেডিক্যাল এ্যালাউয়েন্স (M.A.) (বর্তমানে ৩০০ টাকা) বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই প্রকল্প থেকে যে কোন সময় নাম প্রত্যাহার করা যাবে তবে এই প্রকল্পে একবার সুবিধা ভোগ করলে তার ৫ (পাঁচ বছরের) মধ্যে নাম প্রত্যাহার করা যাবে না।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই রাজ্য সরকারী কর্মচারী হলে যে কোন একজন অপশন দিয়ে এই প্রকল্পে প্রবেশ করলে অপরকে অপশন না দিলেও চলবে তবে তাদের কেউ মেডিক্যাল এ্যালাউন্স পাবে না।

কর্তৃপক্ষের করণীয় ঃ-

কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে FORM-Aতে অপশন জমা দিলে সেগুলো HEAD OF OFFICE / CONTROLLING OFFICE-এ পাঠাতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা FORM-I-এ PENSION SANCTIONING AUTHORITY এর নিকট জমা দেবেন। HEAD OF OFFICE / CONTROLLING OFFICE / PENSION SANCTIONING AUTHORITY সেগুলো পরীক্ষা করে অপশন গৃহীত হওয়ার শংসাপত্র (FORM-B/FORM-II) 'CERTIFICATE OF ENROLMENT' প্রদান করবেন।

HEAD OF OFFICE / CONTROLLING OFFICE-কে অর্থদপ্তর থেকে administrative বিভাগের মাধ্যমে চাহিদা অনুসারে BLANK I. CARD সংগ্রহ করতে হবে। অর্থদপ্তর চাহিদা অনুসারে RUNNING SL. NO. দিয়ে BLANK I. CARD সরবরাহ করবেন এবং তা পূরণ করে HEAD OF OFFICE কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রদান করবেন।

আইডেন্টিটি কার্ড (IDENTITY CARD)

এই স্কীমের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি কর্মচারীকে এবং সুবিধাভোগী তার পরিবারের প্রতি সদস্যকে একটি করে ফটো আইডেন্টিটি কার্ড দপ্তর থেকে দেওয়া হবে। এই স্বাস্থ্য প্রকল্পে সুবিধা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বা তার পরিবারের সুবিধাভোগী সদস্যকে নথিভুক্ত হাসপাতাল বা ডায়গোনেষ্টিক কেন্দ্রে এই কার্ড দেখাতে হবে। সুবিধা গ্রহণের তিন দিনের মধ্যে বিষয়টি অবশ্যই লিখিতভাবে দপ্তরকে জানাতে হবে।

I. CARD-এর তিনরকম রঙের হবে। ১ম ক্যাটেগরীর কর্মচারীর জন্য হলুদ, ২য় ক্যাটেগরীর কর্মচারীর জন্য গোলাপী এবং ৩য় ক্যাটেগরীর কর্মচারীর জন্য সাদা। এর দুটি অংশ আছে - ১ম অংশ I. CARD প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে থাকবে এবং ২য় অংশ সুবিধাভোগীকে প্রদান করতে হবে।

Identification Number-এ তিনটি কলাম থাকবে, ১ম কলামে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কোড নং (সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর জি.পি.এফ./P.P.O. নম্বর কোড নম্বর হিসাবে ব্যবহৃত হবে), ২য় কলামে সুবিধাভোগী ও তার পরিবারের ক্রমিক নং (একেত্রে কর্মচারীর ক্রমিক নং হবে ১) এবং তৃতীয় কলামে তার পরিবারের জন্য যতগুলো I. CARD প্রদান করা হয়েছে তার সংখ্যা।

যে সমস্ত কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পরিচয়পত্র (IDENTITY CARD) প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা HEAD OF OFFICE/CONTROLLING OFFICE-কে administrative বিভাগের মাধ্যমে অর্থদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প-২০০৮

Medical Reimbursement

চিকিৎসাখাতে খরচ ফেরৎ পাওয়া

চিকিৎসা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে Form-C/Form-IIIতে হেড অফ দি অফিসের কাছে খরচ ফেরৎ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। এই আবেদনের সঙ্গে অবশ্যই নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলি জমা দিতে হবে।

১। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার সময় যে এসেনসিয়ালিটি সার্টিফিকেট তথা চিকিৎসাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যয়িত খরচের বিবরণ Form-D/Form-IVতে দেবে।

২। I. CARD / Temporary Family Permit (Form-F / Form-VI) ফটো কপি।

৩। হাসপাতালের মূল বিল ও রসিদ।

৪। বাইরে থেকে ওষুধ কিনলে এবং বিভিন্ন টেষ্ট করালে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সহ ভাউচার/ক্যাশমেমো/বিল।

৫। হেড অফ দি অফিসকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টি অগ্রিম জানানোর চিঠির ফটোকপি।

৬। চেক লিষ্ট (Form-E/Form-V)।

I. CARD-এর তিনরকম রঙের হবে। ১ম ক্যাটেগরীর কর্মচারীর জন্য হলুদ, ২য় ক্যাটেগরীর কর্মচারীর জন্য গোলাপী এবং ৩য় ক্যাটেগরীর কর্মচারীর জন্য সাদা। এর দুটি অংশ আছে - ১ম অংশ I. CARD প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে থাকবে এবং ২য় অংশ সুবিধাভোগীকে প্রদান করতে হবে।

Identification Number-এ তিনটি কলাম থাকবে, ১ম কলামে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কোড নং (সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর জি.পি.এফ./P.P.O. নম্বর কোড নম্বর হিসাবে ব্যবহৃত হবে), ২য় কলামে সুবিধাভোগী ও তার পরিবারের ক্রমিক নং (এক্ষেত্রে কর্মচারীর ক্রমিক নং হবে ১) এবং তৃতীয় কলামে তার পরিবারের জন্য যতগুলো I. CARD প্রদান করা হয়েছে তার সংখ্যা।

যে সমস্ত কর্মচারী/অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পরিচয়পত্র (IDENTITY CARD) প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা HEAD OF OFFICE/CONTROLLING OFFICE-কে administrative বিভাগের মাধ্যমে অর্থদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প-২০০৮

Medical Reimbursement

চিকিৎসাখাতে খরচ ফেরৎ পাওয়া

চিকিৎসা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে Form-C/Form-IIIতে হেড অফ দি অফিসের কাছে খরচ ফেরৎ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। এই আবেদনের সঙ্গে পরবর্তী নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলি জমা দিতে হবে।

১। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার সময় যে এসেনসিয়ালিটি সার্টিফিকেট তথা চিকিৎসাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যয়িত খরচের বিবরণ Form-D/Form-IVতে দেবে।

২। I. CARD / Temporary Family Permit (Form-F / Form-VI) ফটো কপি।

৩। হাসপাতালের মূল বিল ও রসিদ।

৪। বাইরে থেকে ওষুধ কিনলে এবং বিভিন্ন টেষ্ট করালে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সহ ভাউচার/ক্যাশমেমো/বিল।

৫। হেড অফ দি অফিসকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টি অগ্রিম জানানোর চিঠির ফটোকপি।

৬। চেক লিষ্ট (Form-E/Form-V)।

কর্তৃপক্ষের করণীয় ঃ-

এই বিল পরীক্ষা করে পে এ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বা ট্রেজারীতে পাশ করিয়ে প্রদান করতে হবে। যে হেড থেকে এই ব্যয় মেটানো হবে সেটি হলো "12-Medical Reimbursement under the West Bengal Health Scheme'2008" এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে "2071-Pension and other Retirement Benefit-01-800-NP-002-12-Medical Reimbursement under the West Bengal Health Scheme'2008"। সেক্রেটারিয়েট এবং ডাইরেক্টরেটের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সচিব/বিশেষ সচিব এবং হেড অব দি ডাইরেক্টরেট ইনডোর পেশেন্টের ক্ষেত্রে এককালীন ৫০,০০০ টাকা এবং আউটডোর পেশেন্টের ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা খরচ অনুমোদন করতে পারেন। অন্যান্য অফিসের ক্ষেত্রে হেড অব অফিস এই দুটি খাতে যথাক্রমে সর্বাধিক ৩০,০০০ টাকা এবং ৩,০০০ টাকা অনুমোদন করতে পারেন। টাকার অঙ্ক ৫০,০০০/৫,০০০ টাকার বেশী হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবের অনুমোদন লাগবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোকে এই খাতে ব্যয়ের বরাদ্দের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তহবিলের আবেদন করতে হবে।

অ্যাডভান্স নথিভুক্ত হাসপাতালের এসটিমেটের ভিত্তিতে অগ্রিমের জন্য আবেদন করলে, সেক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত সর্বাধিক টাকার ৮০ শতাংশ অগ্রিম বাবদ প্রদান করা যাবে। অগ্রিম পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে চিকিৎসা না করালে পুরো টাকাটাই ফেরৎ দিতে হবে।

এমারজেন্সির ক্ষেত্রে ক্যাটেগরী অনুযায়ী বেড না পাওয়া গেলে সাময়িকভাবে হাসপাতাল ঐ বেড খালি না হওয়া পর্যন্ত উন্নত পর্যায়ের ব্যবস্থা করতে পারে। সেক্ষেত্রে হাসপাতালকে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে। আবার কোনো নথিভুক্ত কর্মচারী ইচ্ছে করলে তার বেতন অনুযায়ী প্রাপ্য বেডের থেকে উন্নত ব্যবস্থায় থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাকে অতিরিক্ত খরচটুকু বহন করতে হবে। জরুরী ক্ষেত্রে কোনো নথিভুক্ত হাসপাতাল ভর্তির সময় কোন আগ্রিম না পেলেও ভর্তি করতে বাধ্য থাকবে। তবে রিলিজ হওয়ার আগে তাদের বিলের সম্পূর্ণ অর্থ মিটিয়ে দিতে হবে। নথিভুক্ত কোন কর্মচারীর মেডিক্লেম করা থাকলে তিনি উভয় ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারেন। প্রথমে মূল কাগজপত্র দিয়ে ইনসিয়োরেন্স কোম্পানীর নিকট ক্লেইম করে ক্লেইম পাবার পর ঐসব কাগজপত্রের ফটোকপি দিয়ে সরকার ঘোষিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী অবশিষ্ট অর্থের জন্য (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে পারবেন। কোন কর্মচারী এই প্রকল্পে একবার সুবিধা ভোগ করার পর কমপক্ষে ৫ বছর এই প্রকল্পে থাকতেই হবে।

এই প্রকল্প রূপায়ণে কোন সমস্যা হলে অর্থদপ্তরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থদপ্তরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

Government of West Bengal
Finance Department
Audit Branch
Medical Cell

NOTIFICATION

No. 6722-F

Date : 09.07.09

The Governor is pleased to make the following amendment to the West Bengal Health Scheme,2008.

In Clause - (3)

I. for sub-clause(b), the following sub-clause shall be substituted :-

(b) "beneficiary" means a dependent member of the family of an employee;

2. for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted

(e) "dependent member of the family of an employee" means and includes-

(i) Husband or Wife, as the case may be;

(ii) Parents whose monthly income does not exceed rupees one thousand and five hundred;

(iii) Children, including Step-children, legally-adopted children and unmarried daughters;

(iv) Dependent widowed / divorced daughters;

(v) minor brothers, minor sisters;

(vi) Dependent unmarried / Widowed / Divorced sisters;

The amendment is effective from 1.6.09.

By order of the Governor
Sd/- D. Mukhopadhyay
Principal Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department

মূল্য = পৃথক সংখ্যা নিঃ করা, ফুল ২০০১ -৫১